আমাদের মৌন প্রতিবেশী—(৮)

॥ শিমুল ॥

এম, এ, মুহিদ।

বসন্তের আগুনভরা দিনে এদেশীয় যে সব গাছের ফুলশোভা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না শিমুল তাদের মধ্যে বিশিষ্ট। পত্রহীন সুউচ্চ শিমুল গাছের ফুলগুলো শাখা-প্রশাখাকে এমন ঘনভাবে আবৃত করে রাখে যে তখন ফুল ছাড়া আর যেন কিছুই নজরে পড়তে চায় না। কৃষ্ণবর্ণ কলির বন্ধনমুক্ত, পাঁচটা প্রকাণ্ড পাপড়ী এবং অজস্র পুংকেশরযুক্ত, শিমুলের রক্তবর্ণ ফুলগুলোই যথেষ্ট আকর্ষণীয়; তার উপর ফুলের মধু এবং পাপড়ির লোভে সেখানে এসে তখন ভীড় জমায় ঝাঁকে ঝাঁকে — এমন থেকে আরম্ভ করে টুনটুনি, ময়না, টিয়া, দাঁড়কাক এমন কি বাদুড় পর্য্যন্ত। এই আগন্তুকদের শোরগোলে শিমুল গাছের পরিবেশটা আরো বসন্ত মুখরিত হয়ে থাকে আর শিমুলতলাটা তাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যে ওঠে ভরে। বনাঞ্চলে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্যের লোভে পড়ে সকাল-সন্ধ্যায় চুপিসারে সেখানে হরিণ আর হরিণীও এসে হাজির হয়।

শিমুল একটি দীর্ঘ ও সরল পর্ণমোচি বা পাতা-ঝরা বৃক্ষ। শাখাগুলো বৃত্তাকারে ভূমির প্রায় সমান্তরালে বেড়ে উঠে। অল্প বয়েসী গাছের কাণ্ড ভোঁতা ভোঁতা কাঁটায় আবৃত। বয়স্ক গাছের কাণ্ডের নীচের দিক শিরালো। এই শিরগুলোকে বলা হয় "বাট্রেস" বা কাণ্ড-প্রসার। বুড়ো শিমুল গাছগুলোর ত্রিভুজাকৃতি প্রকাণ্ড এই "বাট্রেস" গুলো দেখার মত বস্তু। শিমুলের পত্র যৌগিক। পত্রিকাসংখ্যা সাধারনতঃ সাত এবং বৃন্তের অগ্রভাগ থেকে পাখীর পায়ের আঙ্গুলের মত চারিদিকে ছড়ানো। শিমুলের আর একটি বৈশিষ্ট — অন্যান্য গাছের মত এর পাতা তো ঝরেই তার উপর ছোট ছোট শাখাও ঝরে পড়ে। এই হেতু শুধু যে পশু-পাখীরাই শিমুলতলায় যাতায়াত করে তাই নয়;

এই সময়ে পত্র প্রশাখা গুলোকে জ্বালানী হিসাবে সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে বিত্তহীন মানুষ ও মেয়েরা ভীড় দেয়।

মতভেদ থাকলেও পাক-ভারত ও ব্রহ্মদেশকে শিমুলের পিতৃভূমি বলে ধরে নেবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু বর্তমান কালে শিমুল গাছ কোচিন-চায়না থেকে আরম্ভ করে উত্তর অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সর্বত্রই জন্মে। বীজ, এমনকি শাখা-খণ্ড থেকেও সহজেই শিমুলের বংশবৃদ্ধি হয়। শিমুল গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় অঞ্চলেই অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে।

শিমুলকে রক্তশিমুল এবং তুলা নামেও অভিহিত করা হয়। ইংরেজীতে এদের নাম "কটন ট্রি" বা "রেড সিল্ক কটন ট্রি"। শিমুলের বৈজ্ঞানিক নাম স্যালমালিয়া মালাবারিকা। স্যালমালিয়া শিমুলের শিমুলের সংস্কৃত নাম শাল্মলী থেকে উদ্ভূত, আর মালাবারিকা ভারতের মালাবার অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিমুল বোম্বাকেসি গোত্র-ভুক্ত। এই গোত্র নাম ও বোম্বাই নাম থেকে উদ্ভূত। নামকরণের পেছনে সর্বত্র ভারতীয় প্রভাব থাকাতে নিশ্চিত ধরা যেতে পারে যে বিশেষজ্ঞরা শিমুলকে এদেশীয় গাছ বলেই মনে করে থাকেন। হিন্দু পুরাণেও শিমুলের অনেক উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে পিতামহ ব্রহ্মা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করবার পর ক্লান্ত হয়ে এই শাল্মলী বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বর্তমানে যমালয়ে বুঝি একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ আছে যার সারাটা কাণ্ড কাঁটায় আবৃত। বিশেষ রকমের পাপী দেরকে যমরাজা নিজহাতে এই কণ্টকময় কাণ্ডের সাথে বেঁধে শাস্তি দিয়ে থাকেন। সংস্কৃতে শিমুল গাছের আর এক নাম যমদ্রুম। যমদ্রুম অর্থ নরকের গাছ। শিমুলের ফুলে নেই কোন সুবাস, ফলে হয় না ক্ষুধার নিবৃত্তি; শুধু ফুলেরই যা বাহার। এসব কারণেই শাস্ত্রে শিমুলের এহেন নামকরণ হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে শাস্ত্রকাররা নিঃসন্দেহে শিমুলের উপর সুবিচার করেননি। শিমুল একটা রূপসর্বস্ব নির্গুণ বৃক্ষতো নয়ই বরং তার প্রতিটি অংশই কোন না কোন কাজে লাগে।

শিমুলের কাঠ হালকা হলেও বেশ টেকসই। পূর্বে শিমুলের কাঠে তরবারির কোষ তৈরী হত। এখন এই কাঠ প্যাকিং বাক্স, কফিন এবং বিশেষ করে দেশলাই তৈরীর কাজে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। শিমুলের শাখা সজীব খুঁটি (Live Post) হিসেবে বেড়া দেবার কাজে লাগে। শিমুল

গাছের ছালের নীচে থেকে একপ্রকার আঁশও সংগ্রহ করা যায়। শিমুলের তুলা তো অতি পরিচিত বস্তু। সূতা তৈরীর জন্য অনুপযুক্ত হলেও তোষক, বালিশ ও গদি তৈরীর কাজে শিমুল তুলার অনেক কদর। জাহাজের লাইফ জ্যাকেট তৈরীর কাজে "কাপোকের" পরিবর্তে এই তুলার যথেষ্ট চাহিদা আছে। "কাপোক" হলো দক্ষিন এশীয় একরকম গাছ (সিবা প্যান্টান্ড্রা) থেকে সংগৃহীত উৎকৃষ্ট শ্রেনীর তুলা। শিমুলের পুরু পাপড়ি অনেকে রান্না করে খায়। আকালের সময় কাণ্ডের ভোঁতা কাঁটা সুপারির পরিবর্তে চিবানো হয়।

শিমুলের কাণ্ড থেকে তরল গাঁদের মত একপ্রকার আঁঠা সংগ্রহ করা যায়। একে বলে মোচারস। উত্তেজক ও শক্তি-বর্ধক পানীয় হিসেবে মোচা রসের চাহিদা আছে। শিমুলের শুকনো আঁঠাকে বলে "কাঁটিরা" গাঁদ। কাঁটিরা গাঁদ ট্রাগাক্যান্থ শ্রেনীভুক্ত; অর্থাৎ ভেজালে গেলে যে গাঁদ প্রথমতঃ ফুলে উঠে। এই গাঁদ বইপত্র বাঁধাইর কাজে এবং ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। চারা শিমুলের কোমল শিকড়ও একটা বহুল আদৃত উত্তেজক ওষুধ। ফুল চর্মরোগ নাশক।

শিমুলের কদর এখানেই সীমিত নয়। ক্ষণ বসন্তের দেশ এই বাংলার রসিকজন পুষ্পিত শিমুলের অগ্নিময় রূপের মাঝে ঋতুরাজের শোভা খুঁজে পান। আমাদের কবি ও গীতিকারদেরও শিমুল ফুল ও শিমুল বন নিয়ে কাব্য রচনার অন্ত নেই।